পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
জেশপ বিল্ডিং (দ্বি-তল), ৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১

নং :- ২৯৮/পি.এন./ও/ ১/৩সি-৭/০৩ **তারিখ: ২১। ০১। ২০০৯**

আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন) অনুযায়ী জিলা, ব্লক ও গ্রাম সংসদ গঠিত হয়েছে সংসদগুলির সদস্য এবং সংসদগুলির মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি দায়বদ্ধতার মঞ্চ স্থাপনের উদ্দেশ্যে । ঐ উদ্দেশ্যে বৎসরে দুইবার ঐ সংসদগুলির সভা অনুষ্ঠিত হয় । ঐ সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই পঞ্চায়েত সংস্থায় কাজকর্ম সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ঐ সংসদগুলির সদস্যদের কাছে পৌছানো উচিত যাতে তাঁরা ঐ সকল তথ্য জানতে পারেন, যথার্থ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন ও ঐ সংস্থাগুলির কাজকর্মের উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতে পারেন ।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ৪১ আইন)-এর ২১২ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল সন্তোষ সহকারে নির্দেশ প্রদান করছেন যে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রকাশ করা ও সকল সদস্যদের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা একান্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত হয়েছে । বার্ষিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সকল তথ্য পূর্ববর্তী আর্থিক বছরের এবং অর্দ্ধবার্ষিক বা ষাণ্মাসিক সংসদ সভার ক্ষেত্রে সেই বৎসরের প্রথম ছয় মাস সংক্রান্ত হতে হবে :-

প্রকাশযোগ্য বিষয়

১) বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি সমেত পূর্ববর্তী সংসদ বৈঠকে গৃহীত সুপারিশ বা প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এরূপ বিষয় । কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হয়ে থাকলে তা পরিস্কার ভাবে জানানো উচিত ।

২) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের হিসাব সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ২৭ নং ফর্ম অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যখ্যামূলক মন্তব্য সহ, যখন প্রয়োজন হবে ।

৩) প্রধান খাতওয়ারী উদ্বৃত্ত তহবিল যেটি অব্যয়িত অবস্থায় সময় সীমার শেষে পড়ে আছে এবং নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও মন্জুরীকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার এবং সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন ঘটলে তার বিবরণ ।

৪) নিজস্ব তহবিলের ক্ষেত্রে নির্ধার তালিকা অনুসারে মোট চাহিদার নিরিখে মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ এবং ঐ তহবিলের উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব ।

৫) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিজস্ব তহবিল প্রাপ্তি ও সদ্ব্যবহার এবং নিজস্ব তহবিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় । সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি এবং ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত তহবিলের পরিমান বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ।

৬) সংশ্লিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সংখ্যা ও উপসমিতি / স্থায়ীসমিতি সভার সংখ্যা এবং ঐ সভাগুলিতে উপস্থিতির হার । যে সকল সমিতিগুলিতে বিধিসম্মত সংখ্যার চেয়ে কম সংখ্যক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সংখ্যা এবং কারণ দেখাতে হবে ।

৭) অভ্যন্তরীণ ও ই. এল. এ. কর্তৃক প্রদত্ত সাম্প্রতিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ এবং ঐ প্রতিবেদনগুলির উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ যদি ইতিমধ্যে সংসদ সভায় উপস্থাপিত না হয়, যদি পর্যবেক্ষণের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, তার ব্যখ্যা দিতে হবে ।

৮) পঞ্চায়েত সম্পর্কিত জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রতিবেদন থাকলে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ঐ প্রতিবেদনের উপর যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হলে তার ব্যখ্যা প্রদান করতে হবে ।

৯) সংসদ সভায় পেশ করা না হয়ে থাকলে সর্বশেষ স্ব-মূল্যায়নের প্রতিবেদনের উপর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য । ঐ সংস্থার কাজকর্মের ক্ষেত্রে শক্তি ও দুর্বলতার তথ্য বিবৃত করা উচিত । প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা / দুর্বলতার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যখ্যা প্রদান করতে হবে ।

১০) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়া বা বর্তমানে চালু আছে এমন গুরুত্বপুর্ণ কাজের তালিকা ।

১১) ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের নাম ।

১২) জনগণের অংশগ্রহণ / স্বেচ্ছাদানের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা অন্যস্থানে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ।

১৩) শূন্য পদের সংখ্যা এবং তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ।

রাজ্যপাল সন্তোষ সহকারে আরও নির্দেশ প্রদান করছেন যে যেহেতু সংসদ সভায় আলোচনা করার সময় নির্দিষ্ট তাই যথেষ্ট পূর্বেই প্রয়োজনীয় তথ্য সকল সদস্যকে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে তাঁরা প্রস্তুতি নিয়েই সভায় আসতে পারেন বা এমনকি তাঁদের কোন জিজ্ঞাস্য / প্রস্তাব / পর্যবেক্ষণ থাকলে তা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের আগে লিখে পাঠাতেও পারেন । সেটি পঞ্চায়েত সংস্থাকে তাদের উত্তর / প্রতিক্রিয়া তৈরী করতে সাহায্য করবে এবং তা যদি অধিক সংখ্যায় হয় তবে সেগুলির উত্তর লিখিতভাবে সদস্যদের আগেও জানাতে পারেন যাতে সভায় আলোচনার জন্য বেশী সময় পাওয়া যায় । এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে সাধারণ আলোচনা ও আনুষ্ঠানিক আলোচনাতেই বেশি সময় ব্যয় হয় যেগুলি সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে একেবারেই যুক্ত নয় । আলোচনা সেই সব বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে যেগুলি সংস্থার কাজের গুণগত মান যাচাই করে সংসদ সদস্যদের সহায়তা করবে । নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যে কাজকর্ম ঐ সংস্থা প্রদান করছে তা স্মরণে রেখে যেসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন ঐ সংস্থা হয়েছে তা দেখতে হবে এবং ভবিষ্যতে ঐ বাধা-বিঘ্ন কিভাবে অতিক্রম করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

আলাপ-আলোচনার প্রমান রাখা প্রয়োজন এবং যদি সম্ভব হয় সেগুলি ভিডিও ক্যাসেট পদ্ধতির মাধ্যমে রাখতে হবে । কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ না দিয়ে বিরুদ্ধ মতামতসহ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত লিখিত ভাবে রাযতে হবে । সংসদ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি যথার্থ সময়সীমার মধ্যে বন্টন করতে হবে । রাজ্য সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে যদি আইনের বিধান লঙ্ঘন করে সংসদ সভা অনুষ্ঠিত না হয় তবে ঐ ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশন কর্তৃক গ্রান্ট প্রদান স্থগিত রাখা হবে ।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তথ্য জ্ঞাপন পঞ্চায়েত কর্তৃক স্বচ্ছ প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । ব্যবহারিক ভাবে পঞ্চায়েত সংস্থা তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন সংসদ সভায় পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে । ঐ পুস্তিকাগুলি পঞ্চায়েত সংস্থার কাজ-কর্ম সম্বর্কে জনগণের পরীক্ষার-নিরীক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য । ঐ পুস্তিকাগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রামান্য নথি ভবিষ্যতে সংসদের কোন সদস্য বা নাগরিকের কাছে সহজ লভ্য হওয়া উচিত । সেইজন্য এটি নির্দেশিত হচ্ছে যে ভবিষ্যতে কোন অসুবিধা

না ঘটিয়ে যে কোন নাগরিকের কাজে লাগতে পারে এই ভেবে ঐ সকল প্রতিবেদন সুরক্ষিত করার জন্য প্রত্যেক পঞ্চায়েত সংস্থায় একটি করে সরকারী বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার চিহ্নিত করা উচিত । সম্ভব হলে গ্রন্থাগারটি পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অথবা যতটা কাছে সম্ভব ঐরকম এলাকায় অবস্থিত হওয়া উচিত । জনগণকে পঠন-পাঠনে উৎসাহিত করার জন্য এবং ঐ প্রামান্য নথি রক্ষণা-বেক্ষণ করার জন্য (গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ও ঐ লেখ্য প্রমানাদি সংরক্ষণের জন্য) পঞ্চায়েত সংস্থা ঐ গ্রন্থাগারকে বাড়তি সহায়তা করতে পারবে ।

পঞ্চায়েত সংস্থা কর্তৃক গ্রন্থাগার বিষয়ে সভায় যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সেটির সকল প্রামান্য তথ্য তারা রেকর্ড করতে শুরু করবে, বিষয়টি সংসদ সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হবে । ঐ বিষয়ে যথাক্রমে উচ্চতর পঞ্চায়েত সংস্থা ও রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে । যথাসময়ে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে স্থাপিত গ্রন্থাগারের তালিকা একত্রিত করে তা রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে ।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে,

স্বাঃ- মানবেন্দ্রনাথ রায়

প্রধান সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং :- ২৯৮/ ১(৭)/পি.এন./ও/ ১/৩সি-৭/০৩ **তারিখ: ২১। ০১। ২০০৯**

আদেশনামার প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হল :

১. কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা-৭০০ ০০১ ।
২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়ত ও গ্রামান্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া ।
৩. জেলা শাসক .....জেলা (সকল) ।
৪. মহকুমা শাসক .....মহকুমা (সকল) ।
৫. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক .....জেলা (সকল) ।

তিনি সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে ও পঞ্চায়েত সমিতিকে ঐ আদেশনামার প্রতিলিপি বন্টন করবেন ।

৬. ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব ।
৭. রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব ।

যুগ্মসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার